

সমাজজীবনে প্রভাববিস্তারকারী উপাদান



বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ জনাব হাসান দীর্ঘদিন পর তার গ্রামে গিয়ে দেখলেন- গ্রামের চেহারা আগের মতো নেই। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, টেলিভিশন এবং লোকজনের হাতে হাতে মোবাইল, যা গ্রামীণ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। /সকল বোর্ড-২০১৫/

- ক. জ্ঞাতিসম্পর্ক কী? ১
- খ. বংশগতির প্রভাব বুঝিয়ে বলো। ২
- গ. উদ্দীপকের জনাব হাসানের গ্রামের পরিবর্তনে সমাজজীবনে প্রভাববিস্তারকারী কোন উপাদানের ভূমিকা রয়েছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উক্ত উপাদানটি সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি— বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞাতি সম্পর্ক হলো এমন এক সামাজিক সম্পর্ক যাতে সমাজের প্রতিটি সদস্য বিভিন্ন সূত্রের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ও অনুমিতভাবে রক্ত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

খ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও পরিচালনায়, প্রতিভা ও দক্ষতা, আচার-ব্যবহার ও মানবিক অবস্থা, দৈহিক আকার-আকৃতিতে বংশগতির প্রভাব রয়েছে।

সমাজ সভ্যতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের বংশগতি প্রভাব বিস্তার করে। জৈবিক উপাদানের প্রভাবে উত্তরাধিকারদের আচার-ব্যবহার, গুণাগুণ, স্বভাব, স্বাস্থ্য, মেজাজ, বুদ্ধির অধিকার হয়। সামাজিক ক্ষ্যাতি ও মর্যাদা লাভেও বংশগতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

গ উদ্দীপকের জনাব হাসানের গ্রামের পরিবর্তনে সমাজজীবনে প্রভাববিস্তারকারী সাংস্কৃতিক উপাদানের ভূমিকা রয়েছে।

সংস্কৃতি প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। সাহিত্যিকগণ সংস্কৃতি বলতে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, কল্পনা ইত্যাদিতে বুঝিয়ে থাকেন। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানীরা যেকোনো নতুন উদ্ভাবনাকেই সংস্কৃতিরূপে গণ্য করেন। আর সমাজবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতিকে জীবনপ্রণালি

হিসেবে দেখেন। অর্থাৎ ব্যক্তি তার জীবনে যা কিছু করে সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব হাসান দীর্ঘদিন পর তার গ্রামে গিয়ে দেখেন গ্রামের চেহারা আগের মতো নেই। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, টেলিভিশন এবং লোকজনের হাতে হাতে মোবাইল। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। পাঠ্যবইয়ের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ পরিবর্তনে সংস্কৃতির প্রভাবের কথা বলতে পারি, কারণ মানুষের যেকোনো নতুন উদ্ভাবনই হলো সংস্কৃতি সেদিক থেকে বিদ্যুৎ, টেলিভিশন ও মোবাইল সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলোর ব্যবহারই মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এছাড়া মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর পরিবর্তনের কারণে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতির প্রভাবেই জনাব হাসানের গ্রামে পরিবর্তন এসেছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশকৃত উপাদান তথা সংস্কৃতি সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

সামাজিক উন্নয়নে সাংস্কৃতিক উপাদানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন সূচিত হয়। তাছাড়া প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মানুষের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও চেতনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা মূলত সাংস্কৃতিক উপাদানেরই ফল। যেমন— একসময় লাঙল দিয়ে চাষ করা হলেও বর্তমানে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। আবার হাতের চেয়ে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন অধিক ফলপ্রসূ এবং এতে সময় কম ও উৎপাদন বেশি হয়। আবার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দ্রুত যাতায়াতের জন্য বাস, ট্রাক, রেলগাড়ির চেয়ে প্লেন বা হেলিকপ্টার বেশি সক্রিয়। এসকল বিষয়গুলো সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রত্যক্ষ ফল। তাই দেখা যাচ্ছে, সামাজিক উন্নয়নকে সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভাবিত করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, সাংস্কৃতিক উপাদান সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।



প্রশ্ন ▶ ২ কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে হাওরাঞ্চল। মানুষের পেশা প্রধানত কৃষি আর মাছ ধরা। হাওর এলাকার কৃষি মূলত মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। সময়মতো মৌসুমি বৃষ্টিপাত হলে ফসল ভালো হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাত না হলে ফসল ভালো হয় না। আবার প্রায়ই অকাল বন্যায় ফসল তলিয়ে যায়। এতে হাওরাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের স্বভাব কেমন হয়? ১
- খ. বংশগতি বলতে কী বোঝায়? M1, Q6, C6 ২
- গ. উদ্ভীপকে সমাজজীবনের কোন উপাদানের প্রভাব ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে উক্ত উপাদানের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ পরিশ্রমী হয়। A

খ বংশগতি বা জৈবিক প্রভাব বলতে বোঝায় এমন কিছু জৈবিক ও মানবিক গুণ যা মানুষ পূর্ববর্তী বংশ বা পিতামাতা থেকে জন্মসূত্রে লাভ করে।

মানুষ যেসব দৈহিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য পিতামাতা থেকে জন্মসূত্রে লাভ করে। সেগুলো হলো লিঙ্গা, চোখ, চুলের রং, গায়ের রং, চুলের ধরন, হাত-পায়ের গড়ন, দেহের উচ্চতা, রক্তের শ্রেণি, জ্ঞান, মেধা, পারদর্শিতা ইত্যাদি। সুতরাং, প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ববর্তী বংশধরদের দৈহিক ও মানসিক গড়ন পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। আর এই স্থানান্তরিত জটিল বৈশিষ্ট্যাবলি ‘বংশগতি’ নামে পরিচিত। A

গ উদ্ভীপকে সমাজজীবনের ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব ফুটে উঠেছে।

সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভৌগোলিক পরিবেশ। প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, তাপমাত্রা, মৃত্তিকা, জলের অবস্থান ও গতিধারা, বনভূমি, পশু-পাখি, ঋতু, মধ্যাকর্ষণ শক্তি, ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি মানুষের অস্তিত্ব ও তৎপরতার সাথে যোগ না রেখে স্বকীয় ধারায় পরিবর্তিত হয়। এগুলোকে ভৌগোলিক উপাদান বলা হয়। সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব কোথাও নিবিড় আবার কোথাও বা অস্পষ্ট। এমনকি এ প্রভাব প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং কম-বেশি স্থায়ী হতে পারে। উপযুক্ত ভৌগোলিক পরিবেশকে মানবজীবন তথা মানবসমাজেরও অপরিহার্য শর্ত বলা যেতে পারে।

উদ্ভীপকে হাওরাঞ্চলের বর্ণনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের পেশা কৃষির ওপর মৌসুমি বায়ুর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। সময়মতো মৌসুমি বৃষ্টিপাত হলে ফসল ভালো হয়। কিন্তু

বৃষ্টি না হলে ফসল ভালো হয় না। আবার অকালে বন্যা হলেও ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এসব কিছুই ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে ঘটে থাকে। তাই বলা যায়, উদ্ভীপকে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সর্বত্রই রয়েছে উদ্ভীপকে উল্লিখিত ভৌগোলিক উপাদানের ব্যাপক প্রভাব। A

মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর সার্বিক দিক থেকে নির্ভরশীল যার কারণে এই উপাদানকে মানুষ কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না। ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব লক্ষ করে ‘ম্যাকাইভার ও পেজ’ বলেছেন, “মানবজীবনের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।” মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ ফসল উৎপাদনের জন্য চাই উপযোগী জলবায়ু, আবহাওয়া তথা পরিমিত বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা। আবার মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব রয়েছে। শীতপ্রধান অঞ্চলে পশমি কাপড়ের ব্যবহার বেশি এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সুতি কাপড়ের ব্যবহার বেশি। এছাড়াও নৃগোষ্ঠীর ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনেকটা ক্রিয়াশীল। তাই শীতপ্রধান অঞ্চলে মানুষ শ্বেতকায় এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ কৃষ্ণবর্ণের হয়ে থাকে। আবার দেখা যায়, গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে অত্যধিক উষ্ণ তাপে মানুষ অস্বস্তিবোধ করে। এতে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যায়। অপরদিকে একই কারণে শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ পরিশ্রমে সহজে ক্লান্ত হয় না। ফলে তারা কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। ভৌগোলিক পরিবেশ বিবাহ ও পারিবারিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। যেমন— গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়।

আবার অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির পেছনেও ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব রয়েছে। যেমন— সমতল অঞ্চলের চেয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে অপরাধ বেশি সংঘটিত হয়। তাছাড়া পাহাড়ি দুর্গম ও বন্য অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন সুযোগ নেই বলে সেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহজে ও দ্রুত পৌঁছাতে পারে না। এছাড়া ধর্ম, রাজনৈতিক সংগঠন, প্রশাসন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নীতিবোধ ও সাহিত্যকর্মে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষণীয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায় উপরের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩ দৃশ্যপট-১: মুক্তা মুগ্ধ হয়ে তার ঘুমন্ত স্বামী ও সন্তানকে দেখছে। দুজন একই ভিজিতে ঘুমিয়ে আছে। দেখতেও তারা অবিকল এক রকম। কৌকড়ানো বাদামী চুল, ফর্সা গায়ের রং এমনকি নাকটাও একই রকম। সে চট করে ছবি তুলে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিল ‘Need no DNA Test.’

দৃশ্যপট -২ : কেয়া রাঙামাটি বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করলো সেখানে বেশির ভাগ ঘরবাড়ি কাঠ, ছন, বাঁশ ও মাটির তৈরি। স্থানীয়রা

‘জুমচাষ’ করে এবং লেকের মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।
পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় এখানে কোনো রিকশা নেই।

◀ শিখনফল-১ ও ২

- ক. ‘The Division of Labour in Society’ গ্রন্থটি কার? ১
খ. অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির পেছনে ভৌগোলিক উপাদানকে দায়ী করা হয় কেন? ২
গ. দৃশ্যপট-১-এ সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী কোন উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, দৃশ্যপট-২, এ উল্লিখিত উপাদানটির প্রভাব সমাজজীবনে সবচেয়ে বেশি? যুক্তি দেখাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘The Division of Labour in Society’ গ্রন্থটি ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খাইমের।

খ ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতা অপরাধ প্রবণতার পিছনে কাজ করে বলে ভৌগোলিক উপাদানকে অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী করা হয়।

ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতা অপরাধ প্রবণতার পিছনে কাজ করে বলে ভৌগোলিক উপাদানকে অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী করা হয়।

অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির পেছনে ভৌগোলিক উপাদানকে দায়ী করা হয়। সমতল ভূমি, নিচু ভূমি এবং পাহাড়ি অঞ্চল মূলত ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতাকে নির্দেশ করে। যদিও সব ভৌগোলিক পরিবেশেই অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকে তথাপি অঞ্চলভেদে অপরাধের প্রকৃতি, ধরন এবং মাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

গ দৃশ্যপট-১ এ সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান বংশগতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বংশানুক্রমে জৈব ও মানবিক যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অধস্তন পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাই বংশগতি। বংশগতি মানুষের দৈহিক আকার ও গঠনে প্রকাশ পায়, বিভিন্ন গোত্র বা বর্ণভেদ তার সাক্ষ্য বহন করে। জীব বিজ্ঞানীদের মতে, বংশগত প্রভাবঘটিত গুণাগুণ শূক্রকীটের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে এবং এ শূক্রকীট হতে যে শিশুর জন্ম হয় তার মধ্যে বংশগত গুণাগুণ আপনা হতেই প্রকাশ পায়। এ জন্যই দেখা যায় যে, চুলের বর্ণ, হাতের আঙ্গুল, মাথার আকৃতি, দৈহিক গঠন, গায়ের রং, দৈহিক ও মানসিক শক্তি, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি গুণাবলি মানুষ পুরুষানুক্রমে লাভ করে থাকে। আবার মানুষের আচার ব্যবহার ও মানসিক অবস্থা এমন অনেক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে যা স্পষ্টত বংশগত, যাদের প্রতিক্রিয়া কোনো ধরনের পরিবেশেই বদলানো সম্ভব নয়। চোখের রঙ, রক্তের বিভাগ, আঙ্গুলের ছাপ প্রভৃতি নির্ধারণকারী বংশগতির উপাদান সব পরিবেশে একই থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত দৃশ্যপট-১ এ মুক্তার স্বামী ও সন্তান একই ভিজিতে ঘুমিয়ে আছে। তারা দেখতে অবিকল এক রকম। কোকরানো বাদামী চুল, ফর্সা গায়ের রং, এমনকি নাকটাও একই রকম যা বংশগতির প্রভাবে হয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, দৃশ্যপট-১-এ সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বংশগতিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, দৃশ্যপট-২-এ উল্লিখিত উপাদান তথা ভৌগোলিক উপাদান সমাজজীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

সমাজজীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ঘরবাড়ির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রধানত ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণও ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। যেমন- বাংলাদেশের ঘরের জানালাগুলোকে বর্ষার বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে জানালার উপর বাড়তি একটি অংশ লাগানো হয় যা সানশেড নামে পরিচিত। এমনভাবে বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ভৌগোলিক কারণে ঘরবাড়িগুলো মূলত কাঠ, ছন, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং সেখানকার মানুষের জীবিকা নির্বাহে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এ দেখা যায়, পাহাড়ি অঞ্চলের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি কাঠ, ছন, বাঁশ ও মাটির তৈরি। পাহাড়ের গায়ে তারা বিশেষ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষেরা ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যার প্রভাব সমাজ জীবনে সবচেয়ে বেশী।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জনসংখ্যার বণ্টন, সভ্যতার উন্মেষ, অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনসহ সমাজজীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমাজজীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন ৮ শিমুল দশ বছরের শিশু। সে প্রতিদিন বিকেলে মাঠে খেলতে যায়। খেলার মাঠে সে দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। বাড়িতে তার বাবা-মা তাকে সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাদান করে। ◀ শিখনফল-৪

- ক. সাধারণত কোন অঞ্চলের মানুষ কৃষবর্ণের হয়ে থাকে? ১
খ. জনসংখ্যার বণ্টন ও সভ্যতার উৎপত্তিতে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে সামাজিক গোষ্ঠীর কোন কোন উপাদানের প্রভাব ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাদানগুলো ছাড়া সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যান্য উপাদানগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ কৃষবর্ণের হয়ে থাকে।

খ যে স্থান বসবাসের জন্যে উপযোগী এবং খাদ্যের যোগান পর্যাপ্ত সেখানে সভ্যতা গড়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি এবং বিকাশের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, অনুকূল পরিবেশে মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে। মানবজীবন যখন প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা অতিষ্ঠ, তখন সে পরিবেশে সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ কল্পনা করা যায় না। যেখানে অনুকূল

জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশ বিদ্যমান সেখানেই কেবল মানুষ বসবাস এবং সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে। যেমন—সিন্ধুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সিন্ধু সভ্যতা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিমুল মাঠে খেলতে গিয়ে খেলার মাঠে দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এর দ্বারা সামাজিক গোষ্ঠীর সজীবদের প্রভাব ফুটে উঠেছে। আর বাড়িতে তার বাবা-মা তাকে সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাদান করে। এর দ্বারা সামাজিক গোষ্ঠীর পরিবারের প্রভাব ফুটে উঠেছে। নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো—

পরিবারে মানব শিশুর জন্ম হয়। সমাজের সাথে খাপ খেয়ে চলার শিক্ষাও পরিবার থেকেই শুরু হয়। বস্তুত পরিবার থেকেই মানব শিশু সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে থাকে যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয় এবং তাকে সামাজিক জীবনে মানিয়ে চলার উপযোগী করে তোলে।

পরিবারের সীমার বাইরে শিশুর প্রথম পদচারণা ঘটে তার খেলার বন্ধুদের তথা সজীবদের সাথে। এই সজীবদের সাথে খেলতে গিয়ে শিশু যেমন অন্যদেরকে তার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত করে, তেমনি অন্যের আচরণ দ্বারা প্রভাবিতও হয়। সজীবদের সাথে মেলামেশার ফলে পরিবারের বাইরে যে একটি জগৎ আছে সে সম্পর্কে শিশু সচেতন হয়।

ঘ পরিবার ও সজীবদল ছাড়া সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যান্য উপাদানগুলোর প্রভাব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৫ জাপান ও ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। তাই এসব অঞ্চলের মানুষের ঘরবাড়ি সাধারণত ইট-পাথরের না হয়ে হালকা উপকরণের হয়ে থাকে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে এ অঞ্চলে প্রচুর খেঁজুর গাছ জন্মে, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাভ্যাসেও রয়েছে ভিন্নতা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক তারতম্যের কারণে আমরা পরিবর্তনশীলতার প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি।

◀ শিখনফল-১

- ক. কত ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা মানসিক দক্ষতার অনুকূল? ১
- খ. মানুষের জীবনে খেলার মাঠ কীভাবে ভূমিকা রাখে? ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজজীবনের উপাদানসমূহের মধ্যে যে উপাদানটি সম্পর্কে বলা হয়েছে সেটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজজীবনের ওপর উল্লিখিত উপাদানটির প্রভাব পর্যালোচনা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৪০° ফারেনহাইট তাপমাত্রা মানসিক দক্ষতার অনুকূল।

খ সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে খেলার মাঠ মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পরিবার ও খেলার সজীবদের পাশাপাশি শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত করে। এখানে শিশু শিক্ষক ও সহপাঠীদের সংস্পর্শে এসে জীবন গড়ার ক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। শিক্ষকদের আদর্শ ও সহপাঠীদের আচরণ উভয়ই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে ভূমিকা পালন করে।

পরিবারই ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রাথমিক স্থান। কিন্তু বড় হবার সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন—মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি থেকে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারীরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জন করে, যা তার সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। সংঘের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যদিয়ে ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞান প্রসারিত হয়। সংঘ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে ও স্বাধীন চিন্তাধারায় সহায়ক হয়। ফলে সংঘ ব্যক্তির সামাজিক জীবন রূপায়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক সামাজিক উপাদান আছে যা দ্বারা মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন—পত্র-পত্রিকা, সিনেমা, নাটক, আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মীদের আচরণ ইত্যাদি। সমাজের বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, বিচার ব্যবস্থা দ্বারাও ব্যক্তি প্রভাবিত হয়।

পরিবারের নির্দিষ্ট ও সীমিত গণ্ডি পেরিয়ে শিশু খেলার মাঠে প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে আসে। খেলার মাঠে সজীব-সাথী দ্বারা সে প্রভাবিত হয়। সে নিজেও অন্যান্যদের প্রভাবিত করে। এই সময়ে তার মধ্যে নেতৃত্ব, নিয়ম-শৃঙ্খলা, দায়িত্ব-কর্তব্য, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির সূচনা হয়। আর এভাবেই সমাজজীবনের রূপায়ণ ও গণ্ডি বৃদ্ধিতে খেলার মাঠের প্রভাবশালী ভূমিকা রয়েছে।



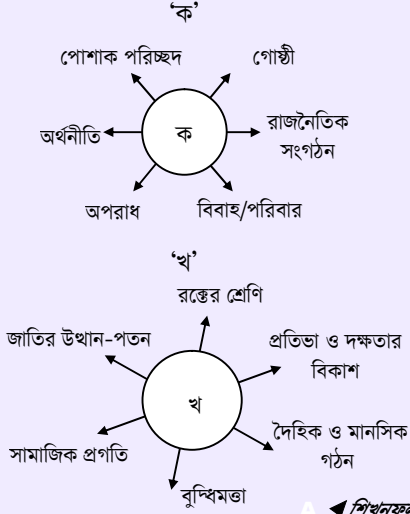
সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ভৌগোলিক উপাদানের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

ঘ সমাজজীবনের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব পর্যালোচনা করো।



প্রশ্ন ১ নিচের ছকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



- ক. সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাকাইভারের সংজ্ঞাটি লিখ। ১
- খ. অর্থব্যবস্থার ওপর সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের ‘ক’ অংশে বর্ণিত উপাদানসমূহ সমাজজীবনের ওপর যে প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধনে ‘খ’ অংশের উপাদানসমূহের প্রভাব অনস্বীকার্য- বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাকাইভারের মতে, ‘মানুষ হিসেবে আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি।’

খ অর্থব্যবস্থার ওপর সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব অপরিসীম।

কৃষি কাজের সূচনার মাধ্যমে সমাজে যখন স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয় তখন মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার আগমন ঘটে। আবার যখন শিল্প সমাজের উত্তরণ ঘটে তখন ব্যক্তিগত মালিকানার প্রভাবে অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে মানুষ তৎপর হয়ে ওঠে। এর মূল কারণ হিসেবে সাংস্কৃতিক উপাদানই সক্রিয়ভাবে সমাজকে প্রভাবিত করেছে। কারণ অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন ও গতি প্রকৃতিকে সাংস্কৃতিক উপাদানই প্রসারিত করে।

গ চিত্রে প্রদত্ত ‘ক’ অংশের উপাদানসমূহ হচ্ছে ভৌগোলিক পরিবেশ বা ভৌগোলিক উপাদান।

একটি দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে তার উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর। ভৌগোলিক উপাদান জলবায়ু, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, তাপ, আলো প্রভৃতির ভিন্নতার ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন

ব্যবস্থা। সমতল অঞ্চলের তুলনায় পাহাড়ি অঞ্চলে খুন, ডাকাতি বেশি হয় এবং চরাঞ্চলের মানুষ মারামারিতে বেশি লিপ্ত থাকে। তাই অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবেও ভৌগোলিক উপাদানকে দায়ী করা হয়।

শীতপ্রধান অঞ্চল অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা তুলনামূলকভাবে কম বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয়। এ কারণেই তাদের অল্প বয়সে বিয়ে হয় ও পারিবারিক জীবন শুরু হয়। সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ শ্বেতবর্ণের এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ কৃষ্ণবর্ণের হয়ে থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। যেমন— শীতপ্রধান অঞ্চলে মোটা কাপড় বা গরম পশমি কাপড়ের ব্যবহার এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে হালকা সুতি কাপড়ের প্রচলন দেখা যায়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ঘ চিত্রে প্রদত্ত ‘খ’ অংশের উপাদানসমূহ হচ্ছে বংশগত বা জৈবিক উপাদান। নিচে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধনে বংশগত বা জৈবিক উপাদানসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো— সাধারণত পূর্ববর্তী বংশধরদের দৈহিক ও মানসিক গড়ন পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বর্তায়। এর মধ্যে লিঙ্গ, চোখ, চুলের রং ও ধরন, গায়ের রং, রক্তের শ্রেণি, মস্তিষ্কের পারদর্শিতা ইত্যাদি পরবর্তী বংশে অনুরূপভাবে হয়ে থাকে।

পরিবেশ এক হওয়া সত্ত্বেও বংশগতিভেদে বিভিন্ন মানুষ সামাজিক প্রগতি আনয়নে কমবেশি ভূমিকা পালন করে।

জৈবিক বা বংশগতি উপাদানই কোনো জাতির উত্থান পতনের জন্যে দায়ী। কার্ল পিয়ারসন বলেন যে, ‘দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রেই বর্তিয়ে থাকে।’

রক্তের শ্রেণি বা উৎকৃষ্টতা রক্ষায় বংশগতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ণবাদীদের মতে, ক্যাথলিক ধর্মীয় যাজকেরা বিবাহ না করায় তাদের বংশ বৃদ্ধি পায় না। এভাবে উৎকৃষ্ট নরবংশের লোকের সংখ্যা কমে আসছে বলে সভ্যতা ধ্বংস হচ্ছে।

প্রতিভা ও দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রেও বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য। গাল্টন-এর মতে, ‘প্রতিভাবানদের নিয়ে গবেষণাকালে দেখা যায়, প্রতিভা ও দক্ষতা বংশগতিসূত্রে প্রাপ্ত। প্রতিভাবান পিতামাতার ঘরেই প্রতিভাবান সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।’ তিনি আরও বলেন, মেধাবী ও প্রতিভাবান লোকেরা অনেক প্রতিকূল পরিবেশেও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরিশেষে বলা যায় যে, মানবজীবনে বংশগতির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

‘ক’	‘খ’
১. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত	১. সামাজিক সম্পর্ক
২. জন্মগত সাদৃশ্য	২. অভ্যাস ও রুচিবোধ
৩. পরিবেশের প্রভাব	৩. পেশাগত বৈচিত্র্য

◀ শিখনফল-২ ও ৩

- ক. অপরাধ বিজ্ঞানীরা অপরাধমূলক আচরণের জন্যে কোনটিকে দায়ী করেছেন? ১
- খ. পোশাক পরিচ্ছদ কীভাবে ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়? ২
- গ. ‘ক’ ও ‘খ’ ছক দ্বারা কীসের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজজীবনে ‘ক’ এবং ‘খ’-এর মধ্যে কোনটির প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরাধ বিজ্ঞানীরা অপরাধমূলক আচরণের জন্যে জৈবিক বৈশিষ্ট্য ও বংশগতিকে দায়ী করেছেন।

খ পোশাক-পরিচ্ছদ ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় কারণ জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদও বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন— শীতপ্রধান অঞ্চলে মোটা কাপড় বা গরম পশমি কাপড়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। কারণ সেখানে শীতের প্রকোপ কমাতে এ ধরনের পোশাক খুবই উপাদেয়। আর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে হালকা সুতি কাপড়ের ব্যবহার সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। কারণ গরমে এ ধরনের পোশাক আরামদায়ক হয়। আবার মরু অঞ্চলে দিনে গরম, রাতে ঠান্ডা হওয়ায় মানুষ পা অবধি লম্বা পুরো হাতার পোশাক ব্যবহার করে।

গ ‘ক’ ছকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, জন্মগত সাদৃশ্য ও পরিবেশের প্রভাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। যা বংশগতিকে নির্দেশ করে। আর ‘খ’ ছকে সামাজিক সম্পর্ক, অভ্যাস ও রুচিবোধ ও পেশাগত বৈচিত্র্যের কথা ফুটে উঠেছে, যা সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে।

বংশানুক্রমে জৈব ও মানবিক যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অধস্তন পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাই বংশগতি। মানুষের এই বংশগতি উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায় এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বিস্তার লাভ করে থাকে। আর সংস্কৃতি বলতে সামগ্রিক জীবন প্রণালিকে বোঝায়। সংস্কৃতি মূলত অর্জিত আচরণ। অর্থাৎ সংস্কৃতি জৈবিকভাবে নয় বরং সামাজিক উত্তরাধিকার হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মে গৃহীত হয়ে থাকে। সংস্কৃতি বলতে মানুষের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, নিয়ম-প্রথা এবং আইন অনুশাসনকে বোঝায়। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদত্ত ‘ক’ ও ‘খ’ ছক দ্বারা যথাক্রমে ‘বংশগতি’ ও ‘সংস্কৃতির’ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ সমাজজীবনে বংশগতি এবং সংস্কৃতি দুটো উপাদানের প্রভাবই অনস্বীকার্য। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা ভাবা যায় না। জীববিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বংশগতির ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এদের অনেকের মতে দৈহিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তি

বিশেষের প্রতিভা প্রত্যক্ষভাবে বংশগতির ওপর নির্ভরশীল। সমাজ সভ্যতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের বংশগতি মৌলিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে সমাজজীবনের সাথে সাংস্কৃতিক উপাদান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাবে সমাজজীবনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সমাজজীবনে গতিশীলতা আনয়ন বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক উপাদান কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায়, মানবজীবনে বংশগতি এবং সংস্কৃতি দুটি উপাদানের প্রভাবই অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩ বাংলাদেশ থেকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমায় নাদিম। বর্তমানে সেখানে সে একটি সিরামিক কারখানার ম্যানেজার। তার প্রতিষ্ঠান ছয় মাসের একটি প্রশিক্ষণে তাকে জাপান পাঠায় সেখানে গিয়ে নাদিমের তার নিত্য ব্যবহার্য পোশাকগুলোকে একেজো মনে হয়। এছাড়াও সে তার কর্মদক্ষতার ব্যাপারেও পার্থক্য অনুভব করে।

◀ শিখনফল-১

- ক. প্রাথমিক গোষ্ঠী কাকে বলে? ১
- খ. শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সজ্ঞীদলের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজজীবনের কোন উপাদানটির প্রভাব দেখা যায়? নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. উল্লিখিত বিষয় ছাড়া উপাদানটি অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রভাবসমূহ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, নিবিড় ও মুখোমুখি সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে প্রাথমিক গোষ্ঠী বলে।

খ শিশুর সৃষ্টি সামাজিকীকরণে খেলার সাথি ও সহপাঠীর ভূমিকা রয়েছে। এদের মাধ্যমেই সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমতিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি বিকশিত হয়। এ সজ্ঞীদলের মধ্যে আবার কখনোবা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যা সমস্যা সমাধানে ও দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল আয়ত্তকরণে সহায়তা করে। সজ্ঞীদলের মাধ্যমে শিশু নিজের আচরণের ভালো কিংবা মন্দ দিকের গুণাবলি ও সমালোচনাগুলি শুনতে পায়। এ ধরনের সমালোচনা শিশুকে সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ শিক্ষা দেয়। সমবয়সী সজ্ঞীদলের আচার-আচরণ প্রায় একই প্রকৃতির হয়। অতএব, শিশুর সামাজিকীকরণে সজ্ঞীদলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে সমাজজীবনের ভৌগোলিক উপাদানটির প্রভাব দেখা যায়।

ভৌগোলিক উপাদান বলতে প্রাকৃতিক জলবায়ু ও তাপমাত্রা, মৃত্তিকা ও জলের অবস্থান ও গতি, বনাঞ্চল, পশু-পাখি, ঋতু, মধ্যাকর্ষণশক্তি, ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদিকে বোঝায়। বস্তুত জৈব সামাজিক উপাদান এবং মানব সৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ বাদে আর প্রায় সবই ভৌগোলিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক পরিবেশ যে কোনো সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে মানব আচরণের বিভিন্ন দিককে মৌলভাবে প্রভাবিত করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত নাদিম মধ্যপ্রাচ্যের একটি সিরামিক কারখানার ম্যানেজার। তার প্রতিষ্ঠান তাকে ছয় মাসের প্রশিক্ষণে জাপান

পাঠায়। সেখানে গিয়ে নাদিম লক্ষ করে তার পোশাকগুলো সেখানকার জন্য উপযোগী নয়। কারণ মধ্যপ্রাচ্য গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল আর জাপান শীতপ্রধান অঞ্চল। তাই দুই দেশের পোশাক পরিচ্ছদ একরকম নয়। ভৌগোলিক উপাদানের কারণেই এ ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও নাদিম তার কর্মদক্ষতার ব্যাপারেও পার্থক্য অনুভব করে। কারণ ভৌগোলিক পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে পোশাক পরিচ্ছদ এবং কর্মদক্ষতার উপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব ফুটে উঠেছে। এ বিষয় দুটি ছাড়াও ভৌগোলিক উপাদান সমাজজীবনের আরো নানা ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

যেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা রয়েছে এবং উপযুক্ত জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশ বিদ্যমান সেখানেই মানুষ সভ্যতা

গড়ে তোলে। তাই সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ উষ্ণ বা শীতল অঞ্চলের তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বেশি পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। যে অঞ্চলে নদী পথ রয়েছে সে অঞ্চল নদীকে কেন্দ্র করে নদী পথে মালামাল যাতায়াত করার সুবিধা লাভ করে। কোনো কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া এবং মাটির গুণাগুণ বিশেষ ফসলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ঘরবাড়ির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণও ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। যেমন জাপান ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হওয়ায় সেখানকার ঘর তৈরিতে কাঠের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। মানসিক দক্ষতা বা বুদ্ধিমত্তা ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। হানটিংটনের এক গবেষণায় প্রমাণিত যে, ৪০° ফারেনহাইট তাপমাত্রা মানসিক দক্ষতা তথা বুদ্ধিমত্তার জন্য সবচেয়ে অনুকূল। উষ্ণ অঞ্চলের মানুষ কিছুটা অলস ও আরামপ্রিয় হয় মূলত ভৌগোলিক কারণেই। আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, মানব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বিদ্যমান।



প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৪ ড. রহমান একজন সমাজ গবেষক। তিনি লক্ষ করেছেন বাংলাদেশে সকল অঞ্চল একই বৈশিষ্ট্যের নয়। কোনো অঞ্চলে ধান ভালো জন্মে। আবার কোনো অঞ্চলে তামাক ভালো জন্মে। কোনো এলাকার ঘরবাড়ি মাটির তৈরি আবার কোনো অঞ্চলের ঘরবাড়ি মাটি ও টিনের তৈরি এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসেও রয়েছে তারতম্য। এছাড়াও পোশাক-পরিচ্ছদ ও যানবাহনের ক্ষেত্রেও অঞ্চলভেদে ভিন্নতা লক্ষ করেছেন।

◀ *শিখনফল-১*

- ক. 'নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর'— কে বলেছেন? ১
- খ. "পরিবেশ ও মানবজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজজীবনে প্রভাববিস্তারকারী কোন উপাদানের ইজিত দেওয়া হয়েছে? উপাদানটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজজীবনের ওপর উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাদানটির প্রভাব পর্যালোচনা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর'— উক্তিটি সমাজচিন্তাবিদ একুইনাসের।

খ মানবসমাজের সবকিছুই পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে।

মানুষ কোনো একটি পরিবেশের মাঝেই জন্মগ্রহণ করে। পরিবেশ একদিকে মানবজীবনকে গড়ে তোলে, অন্যদিকে মানব জীবনে কোনো পরিবর্তন হলে তা পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে মানুষ পরিবেশের চাহিদা অনুসারে জীবন গঠনে চেষ্টা করে, অন্যদিকে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে পরিবেশকে গড়ে তুলতে

চেষ্টা করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, পরিবেশ ও মানবজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।



সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সমাজজীবনে প্রভাববিস্তারকারী ভৌগোলিক উপাদানের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

ঘ সমাজজীবনের ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব পর্যালোচনা করো।

প্রশ্ন ► ৫ রীনা তার বাংলা ২য় পত্রের বইতে পড়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও কৃষি মৌসুমি বায়ুর জুয়াখেলা। সময়মতো মৌসুমি বৃষ্টিপাত হলে ফসল ভালো হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাত না হলে ফসল ভালো হয় না। আবার অকালে বন্যা হলেও ফসল তলিয়ে যায়। এতে কৃষকদের ভাগ্যে আসে চরম হতাশা। দরিদ্রতায় তাদের জীবন হয় অভিশপ্ত।

◀ *শিখনফল-১*

- ক. কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা শিশু-কিশোরদের বৃহত্তর সমাজজীবনের উপযোগী করে তোলে? ১
- খ. সংস্কৃতি কীভাবে সামাজিক সংহতি সংরক্ষণ করে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজজীবনের কোন উপাদানের প্রভাব ফুটে উঠেছে? ৩
- ঘ. ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে উক্ত উপাদানের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪